ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৩
DHAKA INTERNATIONAL TRADE FAIR (DITF-2023)

প্রেস রিলিজ

নববর্ষের প্রথম দিন ০১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ পূর্বাচল নতুন শহরের ৪ নং সেক্টরস্থ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (বিবিসিএফইসি)-এ ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-এর ২৭তম আসরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন মেলার আয়োজক সংস্থা রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব এ. এইচ.এম. আহসান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন এফবিসিসিআই-এর সভাপতি জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতিক, এমপি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবৃন্দ, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, ঢাকাস্থ বিভিন্ন দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এফবিসিসিআই-এর সভাপতিসহ বিভিন্ন বণিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, মন্ত্রণালয় ও সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিপণন ও উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৫ সাল হতে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। ২য় বারের মতো স্থায়ী মেলা কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৩। পূর্বের ন্যায় মেলাটি জানুয়ারি মাসব্যাপী সকাল ১০.০০ টা হতে রাত ৯.০০ টা পর্যন্ত চলবে (সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত)।

বরাবরের ন্যায় এবারও মেলায় বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন নির্মাণ করা হচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও আদর্শ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, উন্নত শিল্প সমৃদ্ধ-সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতার অবদান ও ভাবনা, দেশের উন্নয়ন ইত্যাদিকে প্রক্ষেপন করে এবারের বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়ন অধিকতর নান্দনিক, ভাবগাম্ভীর্য ও অর্থপূর্ণভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদান, বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক ছাড়াও যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে নেয়ার প্রকৃত ইতিহাস সকলের নিকট বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের নিকট তুলে ধরারও প্রয়াস নেয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু প্যাভিলিয়নের ভিতরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মভিত্তিক বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রদর্শন ছাড়াও জাতির পিতা সম্পর্কিত পুস্তকাদি এবং তাঁর জীবন ও কর্মভিত্তিক ডকুমেন্টারী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেলায় দেশীয় বস্ত্র, মেশিনারীজ, কার্পেট, কসমেটিক্স এ্যান্ড বিউটি এইডস, ইলেকট্রিক্যাল এ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্সস, পাট ও পাট জাত পণ্য, গৃহ সামগ্রী, চামড়া/আর্টিফিসিয়াল চামড়া ও জুতাসহ চামড়া জাত পণ্য, স্পোর্টস গুডস, স্যানিটারীওয়্যার, খেলনা, স্টেশনারী, ক্রোকারিজ, প্লাস্টিক, মেলামাইন পলিমার, হারবাল ও টয়লেট্রিজ, ইমিটেশন জুয়েলারী, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, ফাস্টফুড, হস্তশিল্পজাত পণ্য, হোম ডেকর, ফার্নিচার ইত্যাদি পণ্য মেলায় প্রদর্শীত হবে।

২৭তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৩ এ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার (বিবিসিএফইসি)-এর অভ্যন্তরস্থ ২টি হল A ও B এবং হলের বাহিরের প্রাঙ্গণে স্টল/প্যাভিলিয়ন/রেস্টুরেন্টসহ সর্বমোট ৩৩১টি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা রয়েছে।

- ⇒ ১০টি দেশের (ভারত, হংকং, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, পাকিস্থান, থাইল্যান্ড, নেপাল) অংশগ্রহণে বিদেশী প্যাভিলিয়ন, মিনি প্যাভিলিয়ন ও স্টল সংখ্যা মোট =১৭টি।
- ⇒ হল-A তে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট স্টল সংখ্যা=৮৪টি। যার মধ্যে ফার্নিচার জোনের আওতাভূক্ত (০৯ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ২২ টি স্টল) এবং ইলেকট্রনিক্স জোনের আওতাভূক্ত (০৫ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ২৩ টি স্টল) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। হল-B তে বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট স্টল সংখ্যা=৯০টি।
- ⇒ এক্সিবিশন হলের সামনে এবং পিছনে অবস্থিত প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন (ক্যাটাগরি-A, B & C), সাধারন প্যাভিলিয়ন ও প্রিমিয়ার মিনি প্যাভিলিয়নসহ মোট সংখ্যা=৫৭টি।এক্সিবিশন হলের পিছনের মাঠে অবস্থিত প্রিমিয়ার রেস্টুরেন্ট ও প্রিমিয়ার মিনি রেস্টুরেন্টসহ মোট সংখ্যা=২৩টি।
- ⇒ হল-A এবং B ব্যতিত হলের সামনের এবং পিছনের অংশে অবস্থিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির মোট স্টল সংখ্যা=৬০টি।
- ⇒ এছাড়াও মা ও শিশু কেন্দ্র-২টি, এটিএম বুথ-৪টি, বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান কেন্দ্র-২টি, নামাজের স্থান-২টি (পুরুষ ও মহিলা), রক্তদান কেন্দ্র-২টি, এক্সিবিশন হলের সামনে সিটিং জোন সহ ইত্যাদি স্থাপনা রয়েছে।

Export Promotion Bureau, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh
TCB Bhaban, 1 Kawran Bazar, Dhaka, Bangladesh, Tel: 88-02-55013420, PABX: 55013947, 8180087, 8180084, 8180090, Ext-114
Fax: 88-02-55014024, E-mail: secy@epb.gov.bd, Website: www.epb.gov.bd

মেলার সার্বিক নিরাপত্তা এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণার্থে মেলা প্রাঙ্গণে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও র‍্যাব নিয়োজিত থাকবে। পুলিশ, র‍্যাব মেলা প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের বাইরে নিয়মিত টহল দেবে। এছাড়া সার্ভিস গেইট ও ভিআইপি গেইট এর শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরাপত্তা অগ্রাধিকার বিবেচনায় মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, প্রবেশ গেইট, পার্কিং এরিয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, মেলার প্রবেশ গেইটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আর্চওয়ে ও মেটাল ডিটেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইভাবে যে কোন ধরনের অগ্নি দূর্ঘটনা প্রতিরোধে মেলায় সার্বক্ষনিক নিয়োজিত থাকবে ফায়ার ব্রিগেড।

মেলার সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য মেলায় স্থাপন করা হয়েছে একটি অস্থায়ী সচিবালয়।

দর্শনার্থীদের সকল প্রকার তথ্য প্রদানের জন্য রয়েছে একটি তথ্য কেন্দ্র।

ব্যাংকিং সাভিসের জন্য মেলায় থাকছে জনতা ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ। পাশাপাশি মেলায় একাধিক ব্যাংক বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

মেলায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়েছে। মা ও শিশুদের কথা বিবেচেনা করে মেলায় স্থাপন করা হয়েছে ০২টি মা ও শিশু কেন্দ্র।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবার মধ্যে রক্ত সংগ্রহ কেন্দ্র, মসজিদ, দর্শনার্থীদের বিশ্রামের জন্য আরামদায়ক ও শোভন চেয়ার/বেঞ্চ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেলার রয়েছে পর্যাপ্ত কার পার্কিং এর সুবিধা। ভিআইপি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বিল্ট-ইন দ্বিতল কার পার্কিং বিল্ডিং যেখানে পাঁচ শতাধিক গাড়ির পাকিং সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও, এক্সিবিশন হলের বাইরে ৬ একর জমিতে প্রায় ১০০০ টি গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এছাড়াও, সাধারণ দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড হতে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বিআরটিসি ও কয়েকটি যাত্রীবাহী বাসের ডেডিকেটেড সার্ভিসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মেলা চলাকালীন এ বাস সার্ভিস চালু থাকবে।

মেলার প্রবেশ টিকেটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০.০০ টাকা (প্রাপ্ত বয়স্ক) এবং ২০.০০ টাকা (অপ্রাপ্ত বয়স্ক)। মেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক টিকেট কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মেলার টিকেট অন-লাইনেও বিক্রয় করা হবে। এছাড়াও বিকাশের মাধ্যমে ৫০% ডিসকাউন্টেও টিকেট বিক্রয় করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ডিআইটিএফ অনন্য ভূমিকা পালন করে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ এবং সরকারি-বেসরকারি সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় আয়োজিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ইতিবাচক রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। ডিআইটিএফ এর বিভিন্ন অবকাঠামো/প্যাভিলিয়ন/স্টল নির্মাণ ও সজ্জিতকরণ কাজে প্রচুর জনবলের প্রয়োজন হয়। এতে করে দক্ষ, অদক্ষ এবং আধাদক্ষ জনবলের মৌসুমী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। ডিআইটিএফ এর মাধ্যমে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং কাজে সংশ্লিষ্ট ফার্মসমূহ তাদের ইনোভেটিভ কর্মকান্ড ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। এছাড়া ডিআইটিএফ দেশের সার্ভিস সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আশা করা যায় ২৭তম ডিআইটিএফ অতীতের ন্যায় এবারেও জনগণের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।